মুসলিম রুপী লোকেরা

আস-সালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।
আউযু বিল্লাহি মিন আশ-শাইতানির রাজিম। বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম।
আস-সালাতু ওয়া আস-সালামু 'আলা রাসুলিনা মুহাম্মাদিন সায়্যিদীল আউয়ালিনা ওয়াল আখিরীন।
মাদাদ ইয়া রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া সাদাতি আসহাবী রাসুল আল্লাহ্, মাদাদ ইয়া মাশাইখিনা,
শেইখ আব্দুল্লাহ দাগিস্তানী, শেইখ মুহাম্মাদ নাযিম আল-হাক্কানী, দাস্তুর।
তারিকাতুনা সোহবাহ, ওয়াল খাইরু ফি জামিয়াহ।

যখন আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) মাদিনাতে হিজরাত করেন, মাদিনার সব মুমিনেরা আনন্দ এবং উনাকে স্বাগত জানায়। তারা জীবনে এত স্বস্তি কখনো পায়নি। আল্লাহর প্রিয়তম বান্দা, আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) তাদের কাছে গেছে। তারা সেটার মূল্য জানতো।

অবশ্য, যেহেতু দুনিয়াতে কোন আরাম নেই, আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) ভাবেননি যে তিনি মাদিনাতে আরামে থাকবেন মাক্কার মুশরিকদের হাত থেকে বাঁচার পর। তিনি আরামের জন্য হিজরাত করেননি, আল্লাহর জন্য করেছেন। মাক্কাহ যা করা সম্ভব তা করা হয়ে গেছে, এখন মাদিনা মুনাওয়ারাকে ইসলাম বিস্তারের দ্বিতীয় জায়গা হিসেবে বাছাই করা হয়।

যদিও উনাকে অনেক প্রীতির সাথে অভ্যর্থনা জানানো হয়, কিন্তু মাদিনার কিছু লোক এই পরিস্থিতি ভালোভাবে গ্রহণ করেনি, কিন্তু তারা বাহ্যিকভাবে এ ব্যাপারে কিছু করতেও ছিল অপারগ। তারা হচ্ছে মুনাফিকের দল। তারা আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) সামনে আসত মাদিনাতে এবং নিজেদের মুসলিম পরিচয় দিত, কিন্তু তাদের ভিতরে ছিল অবিশ্বাস। এই দলটি ছিল অভিশপ্ত দল।

আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) বলেনঃ "মুনাফিকেরা আগুনের গভীরতম অংশে থাকবে।" এর কারণ তাদের ক্ষতি মুশরিকদের ক্ষতি থেকেও বেশি, যারা সরাসরি বলে, "আমি একজন পূতপুজারি", তাদের থেকেও ক্ষতি বেশি করে মুনাফিক কারণ মুনাফিক পিছন থেকে ছুরি মারে। আল্লাহ (আযযা ওয়া জাল্লা) তাদের অভিশাপ দিয়েছেন। এই দলের ব্যাপারে তুমি হয়ত ভাবো, "তারা শেষ হয়ে গেছে সেই সময়ে", কিন্তু তারা সবসময়ই আছে।

মুনাফিক মানে বিশ্বাসঘাতক। সবার মধ্যেই মুনাফিকের কিছু চরিত্র থাকতে পারে। এই ছোট জিনিসগুলো কোন ব্যাপার নয়। কিন্তু তারা যদি ইসলামের স্বত্বাকে এবং মুসলিমদের ক্ষতি করে, তাহলে তারা আল্লাহর লানাতের উপযুক্ত হবে। অন্যথায়, সবারই ছোট ছোট মুনাফিকের চিহ্ন আছে। গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে লোকটা অন্তরে যেন মুনাফিক না হয়, আল্লাহর পথ থেকে সরে না যায় এবং ইসলামের ক্ষতি করার চেষ্টা যেন না করে। যারা তা করে তাদের তাওবা করতে হবে। তাওবার দরজা খোলা আছে।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল আল-হাক্কানী এর সোহবাত

আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর সময়ে অনেক মুনাফিক ছিল। আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) তাদের সাথে অনেক ধৈর্যশীল ছিলেন। উনাকে জিজ্ঞেস করা হয়, "আপনি উনাদের সাথে এত ধৈর্য্য কেন প্রদর্শন করেন?" তিনি বলেন, "হতেও পারে তারা মুসলিম হয়ে যাবে।" বাস্তবে তাদের একটা বড় অংশ পরে মুসলিম হয়েও যায় এবং সামান্যই মুনাফিক হিসেবে বাকী থাকে। একটা বড় অংশ মুসলিম হয়ে যায় আমাদের পবিত্র নাবী (সাঃ) এর ভালো ব্যবহার, সুন্দর কথা এবং কাজের কারণে।

যেমনটি আমরা বলেছি, এই সময়ে যদি মুনাফিক থাকে তাদের তাওবা করতে হবে এবং ক্ষমা চাইতে হবে যেহেতু তাওবা এবং ক্ষমার দরজা এখনও খোলা আছে। আল্লাহ (জাঃজাঃ) মাফ করে দিবেন যদি তারা তাদের কাজের জন্য দুঃখিত হয়। তারা অন্তত নিজেদেরকে এবং নিজেদের আখিরাতকে বাঁচাতে পারবে। এটাই গুরুত্বপূর্ণ। আল্লাহ যেন আমাদের মুনাফিকদের থেকে এবং ভন্ডামী থেকে নিরাপদ রাখেন।

ওয়া মিনাল্লাহ আত-তাওফিক। আল-ফাতিহা।

হাযরাত শেইখ মুহাম্মাদ মেহমেত আদিল
৩ অক্টোবার ২০১৬/২ মুহাররাম ১৪৩৮
ফাজর নামায, আকবাবা দারগাহ।